সা ত দি ন

১৯ ফেব্রুয়ারি : ২০০১ ও ২০০২ সালের অমর একুশে পদক বিতরণ অনুষ্ঠানে সর্বাত্মক জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার প্রতি আহ্বান জানান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া।

'৭৯ সালের সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ কেন বেআইনি ও সংবিধান পরিপন্থী ঘোষণা করা হবে না হাইকোর্ট এ ব্যাপারে সরকারের ওপর রুলনিশি জারি করে কারণ দর্শাতে বলেছেন।

২০ ফেব্রুয়ারি : সরকার শেখ হাসিনার সঙ্গে সংলাপে বসার আগে আওয়ামী লীগকে সন্ত্রাসমুক্ত করার বিষয়ে শর্তারোপ করেছে।

বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার '০১ ঘোষণার মধ্য দিয়ে অমর একুশে বইমেলা সমাপ্ত।

তমুদ্দুন মজলিশের পক্ষ থেকে ভাষা আন্দোলনে বিশেষ অবদানের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানসহ ২১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে মাতৃভাষা পদক ২০০২ প্রদান করা হয়।

২১ ফেব্রুয়ারি : যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভির্যের মধ্য দিয়ে অমর একুশের সুবর্ণ জয়ন্তী পালিত। কুড়িগ্রামের রৌমারী সীমান্তে বিএসএফ-এর গুলিতে এক বাংলাদেশী নিহত।

২২ ফেব্রুয়ারি : সিটিসেলের প্রধান দপ্তরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১৮ ঘণ্টা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।

২৩ ফেব্রুয়ারি : যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব ঈদুল আযহা উদ্‌যাপিত।

২৪ ফেব্রুয়ারি : রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে চুরি-ডাকাতি ও চামড়া নিয়ে ব্যাপক সন্ত্রাস ও সহিংসতা।

২৫ ফেব্রুয়ারি : সন্দেহজনক ঘোরাফেরার কারণে ধানমন্ডি থেকে পুলিশ ছাত্রলীগের দশ নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে।

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস্ রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি) ডিজিটাল টেলিফোনে লোকাল কলের জন্য নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক মালটিমিটারিং পদ্ধতি স্থগিত ঘোষণা করেছে।

সহিংস ঈদ অবকাশ

২১ ফেব্রুয়ারি ও ঈদুল আযহা উপলক্ষে একটানা পাঁচদিন ছুটি কেটেছে। এই অবকাশের সময় প্রতিদিন মানুষকে নানা ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। শুনতে হয়েছে সহিংস ঘটনার খবর। খুন, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ধর্ষণ, সড়ক দুর্ঘটনার সংবাদে আঁতকে উঠেছে অবকাশকালীন ঘরে থাকা সাধারণ মানুষ। ময়মনসিংহের টেঙ্গুলিয়া গ্রামের সাত মাসের শিশুকে কোরবানি দেয়ার সংবাদ সচেতন বিবেককে হতচকিত করে দিয়েছে। মলিন করে দিয়েছে ঈদের আনন্দ।

ঈদুল আযহার ছুটির দিনে সারা দেশে ৪৮ জন খুন হয়েছে। তার মধ্যে রাজধানীতে ২২ জন নিহত। মহানগরীর কারওয়ান বাজারে সন্ত্রাসীরা গরুর হাটের ইজারাদার ও যুবদল নেতা ফারুক হোসেন ওরফে ন্যাড়া ফারুককে গুলি করে হত্যা করেছে। মোহাম্মদপুর আগারগাঁও বিএনপি বস্তিতে মাদক ব্যবসার নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে জোড়া খুনের ঘটনা ঘটেছে। শ্যামপুরে ছয় বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বাড্ডা, তেজগাঁও, পল্লবীতে। রাজধানীর বাইরে সহিংসতার মাত্রা বেশ ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। নরসিংদীর শিবপুর উপজেলায় কুন্দারপাড়া এলাকায় ২৪ ফেব্রুয়ারি রাতে বাঘার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জয়নাল আবেদীনকে সন্ত্রাসীরা গুলি করে হত্যা করেছে। চট্টগ্রামে দেয়াল লিখনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সহিংসতায় আবু তাহের নামে একজন পথচারী খুন হয়। খাগড়াছড়িতে সন্ত্রাসীরা মানু চাকমা নামে একজন জনসংহতি সমিতির নেতাকে খুন করেছে। মানিকগঞ্জের শিবালয় থানায় গণপিটুনিতে তিনজন ডাকাত মারা গেছে। কুমিল্লায় খুন হয়েছে একজন পুলিশ কনস্টেবল। হত্যা ঘটনা ঘটেছে নারায়ণগঞ্জ, যশোর, নাটোর, মাগুরা, জয়পুরহাট, পাবনা, রাঙ্গামাটিতে।

খুন হলো ওরা

ঈদের দিন ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলার টেঙ্গুলিয়া গ্রামে গোলাম মোস্তফা তার সাত মাসের শিশু সন্তানকে জবাই করে হত্যা করে। ঈদের নামাজের বয়ান শুনে গোলাম মোস্তফা বাড়িতে আসে। বাড়িতে এসে স্ত্রীকে বলে শিশু সোলায়মানকে সাজিয়ে দিতে। স্ত্রী নুরুন্নাহার বেগম সদানন্দে শিশুকে ঈদের কাপড় পরিয়ে দেয়। সোলায়মানকে গোলাম মোস্তফার কোলে নিয়ে শোয়ার ঘরে যায়। সেখানে দোয়া পড়ে চাকু চালায় সোলায়মানের গলায়। মুহূর্তে রক্তাক্ত হয়ে ওঠে বিছানা। মোস্তফার বোন চিৎকার শুনে ঘরে ঢোকে। বীভৎস্য দৃশ্য দেখে সে ঘর

থেকে বের হয়ে আসে। মুহূর্তেই এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে। পুলিশ মোস্তফাকে গ্রেপ্তার করেছে। মোস্তফা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দেয়া জবানবন্দিতে বলেছে, সে সজ্ঞানে পুত্রকে কোরবানি দিয়েছে। স্বপ্ন আদেশ পেয়ে সে ছেলেকে কোরবানি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। মোস্তফার স্ত্রী নুরুন্নাহার বলেছে, মোস্তফা কয়েক দিন আগে প্রিয় জিনিসকে কোরবানি দেয়ার কথা তাকে বলেছে। সে এমন কাজ করবে আমি বুঝিনি। মোস্তফা মানসিক রোগী

বলে অনেকে অভিহিত করছে। তাকে এলাকার কেউ বা বলছে অতি ধার্মিক। পর্যবেক্ষকদের ধারণা, সমাজে ছড়িয়ে পড়া ক্রমবর্ধমান ধর্মান্ধতা ও তথাকথিত ধর্মীয় শিক্ষা মোস্তফাকে এমন নৃশংস কাজ করতে প্ররোচিত করেছে।

ঈদের মধ্যে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে রাজশাহীর পুঠিয়া গ্রামের কিশোরী মেয়ে মহিমাকে গণধর্ষণ গ্রুপের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে জামায়াত নেতা জাহাঙ্গীরকে। পুলিশ ধর্ষিতার নগ্ন নেগেটিভও উদ্ধার করেছে বিএনপি নেতা জাহাঙ্গীরের বাড়ি থেকে। তবে পুলিশ এখনও ধর্ষক দলের সেলিম ও ফারুককে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

মুন্সীগঞ্জে গ্রেপ্তারকৃত এক ছাত্রদল নেতাকে ছাড়িয়ে আনতে বিএনপি ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতারা সশস্ত্র অবস্থায় ২১ ফেব্রুয়ারি থানায় হামলা চালায়। তারা থানা ভাঙচুর করে। থানা কর্মকর্তাদের মারধর করে। পুলিশ ছাত্রদল সভাপতিসহ ছয় জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

ঈদের ঘরমুখী মানুষকে প্রতিনিয়ত বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রায় ৫০ জন নিহত হয়েছে। সিলেটে বাসে আগুন লাগায় এক পরিবারের ছয় জনসহ ৮ জন নিহত হয়েছে।

ঈদে ঘরমুখী যাত্রীদের কাছ থেকে নেয়া হয়েছে দ্বিগুণ ভাড়া। সারা দেশে চলেছে ঈদের কোরবানির চামড়া ও কেনাকাটা নিয়ে ব্যাপক চাঁদাবাজি। মূলত ঈদের অবকাশ প্রতি মুহূর্তে মানুষকে কাটাতে হয়েছে উদ্বিগ্নে। এ যেন মানুষ সহিংস এক ঈদ অবকাশ কাটিয়েছে।

জয়ন্ত আচার্য

সুন্দরবন দিবস পালিত

সুন্দরবনের পরিবেশ প্রতিবেশ এবং জীব বৈচিত্র্যের সংরক্ষণে জনসচেতনতা সৃষ্টির আন্দোলনকে সামনে রেখে ১৪ ফেব্রুয়ারি সকালে খুলনা প্রেসক্লাব মিলনায়তনে সুন্দরবন দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির সভাপতি আবু মোহম্মদ ফেরদাউস। বিশেষ অতিথি ছিলেন খুলনা নগর বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম মঞ্জু, অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফয়সাল হোসেন। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন খুলনা প্রেসক্লাব সভাপতি বেগম ফেরদৌসী আলী, স্বাগত বক্তব্য রাখেন উদ্‌যাপন পরিষদের সদস্য সচিব রফিকুল ইসলাম খোকন, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সুন্দরবন দিবস উদ্‌যাপন পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক প্রেসক্লাব সাধারণ সম্পাদক শেখ আবু হোসেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সুন্দরবন দিবস উদ্‌যাপন পরিষদের আহ্বায়ক, রূপান্তর প্রধান নির্বাহী স্বপন গুহ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সুন্দরবন দিবস উদ্‌যাপন পরিষদের পয়েন্ট পারসন সাংবাদিক ফারুক আহমেদ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, সমগ্র বিশ্বের পরিবেশ-প্রতিবেশ যখন খুব দ্রুত বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন সুন্দরবনকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারে কারো দ্বিমত থাকার কথা নয়।

এ প্রেক্ষাপটে সুন্দরবন দিবস উদ্‌যাপনকে একটি সময়োপযোগী ও বাস্তবসম্মত উদ্যোগ হিসেবে উল্লেখ করে তারা বলেন, সুন্দরবনের সম্পদ সংরক্ষণ এবং এর জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য ব্যাপক জনমত গড়ে তুলতে হবে। শুধুমাত্র বিদ্যমান কাঠামো এবং আইন দিয়ে সুন্দরবনকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। সুন্দরবন ধ্বংসযজ্ঞের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের হাত থেকে সুন্দরবনকে রক্ষা করতে না পারলে আগামী প্রজন্মের কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে। বক্তারা সরকারের কাছে সুন্দরবন দিবস উদ্‌যাপনের বেসরকারি এই প্রয়াসকে স্বীকৃতি দেয়ার দাবি জানান।

বক্তাগণ বলেন, সুন্দরবনের বহুমুখী সম্ভাবনার পাশাপাশি এখানে আছে নানাবিধ প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট সংকট। বিশেষ করে সুন্দরী গাছের আগামরা রোগ, বিভিন্ন প্রজাতির গাছের বৃদ্ধি হ্রাস, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, মিঠা পানির প্রবাহ হ্রাস, বনের অভ্যন্তরে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি, নদী খালে পলি ভরাট, মৎস্য সম্পদ হ্রাস, বাঘ, হরিণ, কুমিরসহ পশুপাখি নিধন, জাহাজ থেকে তেল ও বর্জ্য নিক্ষেপ, সুন্দরবন অঞ্চলে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা, দুর্নীতি, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ইত্যাদি নানা কারণে সুন্দরবনের স্বাভাবিক অস্তিত্ব যে আজ হুমকির সম্মুখীন তা প্রতিষ্ঠিত সত্য। এ কারণেই আজ সুধী সমাজের মধ্য থেকে স্লোগান উঠেছে 'সুন্দরবন বাঁচাও'।

বক্তাগণ বলেন, দেড়শ' বছর যাবৎ সুন্দরবন থেকে শুধু সম্পদ নেয়া হয়েছে। তাকে কিছুই দেয়া হয়নি। এ কারণে প্রকৃতি আজ প্রতিশোধ নিতে শুরু করেছে। আগামী প্রজন্মের জন্যই আমাদের সুন্দরবনকে সুরক্ষার আন্দোলনে সরাসরি সম্পৃক্ত হতে হবে।

বক্তাগণ সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্পের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, সুন্দরবনকে নিয়ে শত শত কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে, বাস্তবায়িত হচ্ছে। কিন্তু এতে প্রকৃত পক্ষে সুন্দরবনের সুরক্ষা না হয়ে লুটপাট হয়েছে। বক্তাগণ বলেন, শুধু সরকারের একার পক্ষে সুন্দরবনকে রক্ষা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সকলের সম্মিলিত ও সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। সর্বস্তরের জনগণের স্বাধীন ও নিজস্ব চিন্তাভাবনার ওপর ভিত্তি করে একটি কার্যকর সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার মাধ্যমে সুন্দরবনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সরকারি তরফে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আন্দোলন অব্যাহত রাখতে হবে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি বা কমিটমেন্ট থাকতে হবে। এই রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির স্বচ্ছতাই সুন্দরবন রক্ষার আন্দোলন বাস্তবায়নে অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি তার বক্তব্যে সুন্দরবনকে রক্ষার আন্দোলনে সকল জনমানুষকে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমাদের সুন্দরবন বাঁচানোর আন্দোলন চলবে। তিনি যে সকল প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি এ আন্দোলনে ইতিমধ্যে সম্পৃক্ত হয়েছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি আগামী বছর হতে সুন্দরবন দিবস উপলক্ষে সুন্দরবনের ওপর সাংবাদিকতার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। পাশাপাশি তিনি সুন্দরবন একাডেমী প্রতিষ্ঠার বিষয়েও ঘোষণা দেন। সন্ধ্যায় শহীদ হাদীস পার্কে সুন্দরবনের লোক ঐতিহ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সেটিতে তৃণমূল থিয়েটার ফোরাম অংশগ্রহণ করে।

উদ্বোধনী পর্ব শেষে সেমিনার পর্বে ২টি পেপার উপস্থাপিত হয়। 'সুন্দরবন দিবস একটি সামাজিক আন্দোলন ও জনগণের করণীয়' শীর্ষক প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন দৈনিক সংবাদের সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার মানিক সাহা। অপরদিকে 'সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট-১' শীর্ষক প্রতিবেদন পেশ করেন জেজেএস পরিচালক জাকির হোসেন ও লোকজ ইনস্টিটিউশনের অরূপ রাহী। সুন্দরবন দিবস উপলক্ষে বন সংলগ্ন জেলাগুলোতে সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালিত হয়েছে।

রানুকে বাঁচাতে পারেনি তার মা

রানু আক্তার, ২১ বছর বয়সী এক তরুণী। এ বয়সী একটি মেয়ের যেখানে জীবনকে পুরোপুরিভাবে উপভোগ করার কথা, সেখানে রানুকে কেড়ে নিলো নির্মম মৃত্যু। স্বামীর অনৈতিক সম্পর্কে বাধা দেবার কারণে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয় তাকে। হত্যাকান্ডে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে রানুর জা কানিজ ফাতেমাকে গ্রেপ্তার করা হলেও মূল ঘাতক রানুর স্বামী মন্টু এবং তার বড় ভাই বাবুল পলাতক রয়েছে।

জা-এর পরকীয়া প্রেমের কারণে খুন হলো রানু (বাঁয়ে)

বেশ সচ্ছল পরিবারেই জন্ম রানুর। বাবা হাজী আবুল হাসেম শেখ কাপড়ের ব্যবসায়ী। তিন ভাই, দুই বোনের মধ্যে রানু তৃতীয়। ছোটবেলা থেকেই সে অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী ছিলো। ১৯৯৯ সালে এসএসসি পরীক্ষায় সে মানবিক বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ন হয়। উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য এরপর সে ভর্তি হয় হলিক্রস কলেজে। এখানে অধ্যয়নরত অবস্থায় ২০০০ সালের ১৩ জুলাই পারিবারিকভাবে তার বিয়ে হয়। বর মোঃ মন্টু প্যান্টের চেইনের পাইকারী ব্যবসায়ী। বিয়ের সময় পাত্রপক্ষের দাবি অনুযায়ী রানুর পিতা তাদের নগদ ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ও ৮ ভরি স্বর্ণালংকার প্রধান করে। আর এসব কিছুর বিনিময়ে তারা চেয়েছিলো রানুর সুখ।

কিন্তু বিয়ের পরপরই রানুর কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দেয়া হয়। সাংসারিক জীবনে তেমন কোনো অভাব-অনটন না থাকলেও স্বামী মন্টু মাঝে মাঝেই তাকে মারধর করতো। সংসার টিকিয়ে রাখার স্বার্থে রানু সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করতো। কিন্তু বিয়ের প্রায় ৩ মাস পর তার জীবনে নেমে এলো চরম বিপর্যয়, যখন সে জানতে পারলো ভাবির সঙ্গে তার স্বামীর অনৈতিক সম্পর্কের কথা। মন্টুর সঙ্গে তার বড় ভাইয়ের স্ত্রী কানিজ ফাতেমার এ সম্পর্ক বহুদিন ধরেই চলে আসছে। জানা গেছে, বড় ভাই মোঃ বাবুল মাদকাসক্ত ছিলো। মাসের বেশির ভাগ সময়ই নেশা করে সে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতো। আর ঠিক এ সুযোগটাই নিয়েছিলো মন্টু ও কানিজ ফাতেমা।

স্বামীর চরিত্রের স্বরূপ প্রকাশিত হবার পরও রানু মাটি আঁকড়ে সেখানে পড়ে ছিলো। নানারকমভাবে বুঝিয়ে, অনুনয় করে সে মন্টুকে এ নোংরা পথ থেকে ফেরানোর চেষ্টা করে। দিগ্বিদিগ জ্ঞানশূন্য হয়ে সে তাবিজ-কবজেরও আশ্রয় নেয়। কিন্তু কিছুতেই কোনো কাজ হয় না। উল্টো তার ওপর শারীরিক নির্যাতনের মাত্রা বহুগুণে বেড়ে যায়। বাধ্য হয়ে রানু তার বাবার বাড়িতে চলে আসে। বাবা-মাকে সব কথা খুলে বলে সে আর মন্টুর ঘরে ফিরে যাবে না বলে জানায়। এ সময় রানু গর্ভবতী ছিলো। তাই অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে তার বাবা তাকে স্বামীর ঘরে ফেরত পাঠায়। রানুর মা যদিও মেয়ের পক্ষ নিয়েছিলো কিন্তু পরে সবদিক বিবেচনা করে রানুকে আবার মন্টুর ঘরে ফেরত পাঠায়। এরই মধ্যে রানুর কোলজুড়ে আসে তার সন্তান। তবুও এ সংসারে মন টেকেনি মন্টুর। আগের মতোই কানিজ ফাতেমার সঙ্গে তার অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক চলে আসছিল। আর এ নিয়ে মন্টুর সঙ্গে রানুর প্রায় প্রতিদিনই খিটিমিটি লেগেই থাকতো।

গত ১১ ফেব্রুয়ারি পুরান ঢাকার লক্ষ্মীবাজার এলাকার ৪/এ নম্বর নন্দলাল দত্ত লেনের বাসিন্দা মন্টু মিয়ার ঘরটি পরিণত হয়েছিলো রণক্ষেত্রে। মন্টু ও কানিজ ফাতেমার অনৈতিক সম্পর্কে বাধা দেবার কারণে সেদিন দুপুরে তারা উভয়ে মিলে রানুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরকম অত্যাচার আগেও তারা রানুর ওপর করেছিলো। তবে সেদিন তাদের উদ্দেশ্যটা ছিলো ভিন্ন। পথের কাঁটা রানুকে চিরতরে সরিয়ে দেয়াই ছিলো আসল উদ্দেশ্য। বাঁচার প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে রানু ফোন করেছিলো তার মাকে। এই হত্যাপুরি থেকে উদ্ধার করতে বলেছিলো তাকে। মাও ছুটে এসেছিলো প্রবল গতিতেই। তেজগাঁও থেকে লক্ষ্মীবাজার—এ এলাকাটুকু পেরোতে যতোটা সময় লাগে আর কি! কিন্তু এ সময়টুকুতেই ঘাতকরা কেড়ে নিয়েছিলো রানুর প্রাণ। শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয় তাকে। মা এসে তার আদরের রানুর মৃতদেহখানি উত্তর-দক্ষিণমুখী করে শোয়ানো অবস্থায় দেখতে পায়। জীবিত রানুর বাঁচার শেষ আকুতিটুকু তখনো তার কানে বাজছিলো।

ঘাতক স্বামী মন্টু

ঘটনার পর পরই রানুর বাবা হাজী আবুল হাসেম শেখ বাদী হয়ে সূত্রাপুর থানায় হত্যামামলা দায়ের করতে চায়। কিন্তু প্রথমাবস্থায় থানা থেকে মামলা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানো হয়। পরে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুর রহমান বাবর থানায় ফোন করে মামলা গ্রহণের নির্দেশ দেবার ফলেই তা গৃহীত হয়। ১১/০২/২০০২ ইং তারিখে ৩০২/৩৪ ধারায় রুজু করা ২০ নং মামলার তিনজন আসামি হলেন মৃতা রানু আক্তারের স্বামী মোঃ মন্টু, জা কানিজ ফাতেমা এবং ভাসুর মোঃ বাবুল। পুলিশ কানিজ ফাতেমাকে গ্রেপ্তার করলেও অপর দুই আসামি পলাতক আছে। সদরঘাটে অবস্থিত তাদের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান 'দুই ভাই জিপার স্টোর' এখনও তালাবদ্ধ অবস্থায় আছে। মৃতা রানু আক্তারের সুরতহাল রিপোর্ট অনুযায়ী তার গলার বাম পাশ থেকে ডান পাশ পর্যন্ত রক্ত জমাট কালো চিহ্ন পাওয়া গেছে। তাকে যে সুপরিকল্পিতভাবে ঠান্ডা মাথায় গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে এটা তারই প্রমাণ। ময়নাতদন্ত রিপোর্টেও রানুকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে বলে ডাক্তাররা উল্লেখ করেছেন। এ রিপোর্ট পাবার পর গ্রেপ্তারকৃত কানিজ ফাতেমাকে ২ দিনের জন্য রিমান্ডে নেয়া হয়। মন্টুর প্রভাবশালী

রানু হত্যার বিচার দাবি করেছেন তার বাবা ও মা

রাজনৈতিক বন্ধুরা পুলিশ মহলে প্রভাব বিস্তার করতে পারে বলে রানুর অভিভাবকরা আশঙ্কা করছেন। এর ফলে মামলার গতি শ্লথ হয়ে যেতে পারে। মামলা করার পর মন্টু ফোনে বেশ কয়েকবার রানুর অভিভাবকদের হুমকি দিয়েছে। মামলা তুলে না নিলে পরিণাম ভালো হবে না বলেও সে শাসিয়েছে।

এ ব্যাপারে সূত্রাপুর থানায় যোগাযোগ করা হলে তারা জানান, মামলার ব্যাপারে উপরের মহল থেকে তাদের ওপর কোনো চাপ নেই। মামলা তার নিজস্ব গতিতেই চলবে। আদালত থেকে অনুমতি নিয়ে সূত্রাপুর থানা মন্টুও বাবুলের সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। সম্ভাব্য কয়েকটি জায়গায় আকস্মিক অভিযান চালিয়েও তারা আসামিদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্বে মোবাইলে রানুর কথা হয়েছিলো তার মায়ের সঙ্গে। লাইন কেটে যাবার আগে মাকে বলা তার শেষ কথাগুলো ছিলো– 'ওরা আমাকে মেরে ফেলবে মা। আমাকে বাঁচাও।' রানুকে আমরা বাঁচাতে পারিনি। মাত্র ২১ বছর বয়সেই সে মৃত্যুর হিমশীতল গহ্বরে হারিয়ে গেলো। কিন্তু যারা এ মৃত্যুর জন্য দায়ী তাদের কঠোর, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদানের মাধ্যমেই আরো অনেক রানুকে আমরা বাঁচাতে পারি। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে রানুর হত্যাকারীদের বিচার চেয়ে তার বাবা-মা ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠছিলেন। কাঁদছিলো রানুর ১১ মাসের শিশুকন্যা মীমও। তার কান্না মায়ের হত্যাকারীদের শাস্তি বিধানের জন্য নয়। মায়ের অভাবে পুরোপুরি অভ্যস্ত হতে না পারা মীমের এ কান্না হয়তো বা মাকে কাছে পাবার আকুলতা। কিন্তু এ ছোট্ট মীমই একদিন বড় হবে। প্রশ্ন তুলবে তার মায়ের হত্যাকারীদের সম্পর্কে। রানু হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্ট সবার কঠোর শাস্তিদানের মাধ্যমেই কেবল আমরা মীমের সেসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারবো। তা না হলে সেদিন আমরা গর্তেও মুখ লুকানোর জায়গা পাবো না।

নোমান মোহাম্মদ

চট্টগ্রামে শীর্ষ সন্ত্রাসীরা জামিনে মুক্ত

উচ্চ আদালতে রিট করে জামিন পেয়ে যাচ্ছে অবৈধ অস্ত্র ব্যবসায়ী, তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী অপরাধীচক্র। তারই ধারাবাহিকতায় চট্টগ্রামের অস্ত্র ব্যবসায়ী শীর্ষ সন্ত্রাসী যুবদল নেতা নেছার, ইকবাল বাহার চৌধুরী প্রকাশ ইকবাইল্যা, ওয়ার্ড কমিশনার শহীদুল্লাহ, পেশাদার সন্ত্রাসী ইয়াছিন (পরবর্তীতে ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার), চাঞ্চল্যকর এইট মার্ডারের আসামি গিয়াস হাজারী মুক্তি পায় ডিটেনশনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট করে। এ সবকিছু নিয়ে উদ্বিগ্ন চট্টগ্রামের জনগণ এবং প্রশাসন।

দলের দাগী সন্ত্রাসীদের সাথে পানি সম্পদমন্ত্রী এল কে সিদ্দিকী, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর বসে সন্ত্রাস বিরোধী বৈঠক করছেন

মুক্ত আসামিদের একজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্বীকার করেন আদালতের সংশ্লিষ্টদের পেছনে হাজার পঞ্চাশেক টাকা খরচ করলেই উচ্চ আদালত থেকে জামিন পাওয়া সহজ।

শিবির ক্যাডার শীর্ষ সন্ত্রাসী নাছিরকে সম্প্রতি ডিটেনশানে নেবার পুলিশি আবেদনের প্রক্রিয়া চলছে, যার বিপরীতে রিটের মাধ্যমে জামিনে মুক্তির প্রক্রিয়াও চলছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে প্রকাশ। চট্টগ্রামের শীর্ষ সন্ত্রাসী ওয়ার্ড কমিশনার মামুনুর রশিদ মামুন এ পর্যন্ত ৩ বার জামিনে মুক্তি পেলেও ৫৪ ধারায় ৩বারই আটক হয়। হয়তো চতুর্থবারে অন্য অনেকের মতো মামুনও মুক্তির স্বাদ পাবেন– এমন আশঙ্কা সবার।

এ নিয়ে পুলিশ প্রশাসন এবং সাধারণের মধ্যে যথেষ্ট উদ্বেগ ও হতাশা দেখা দিয়েছে। যে কারণে এসব সন্ত্রাসীর জামিন বাতিলের উদ্যোগ নেবার ক্ষেত্রেও শিথিলতা দেখাচ্ছে সিএমপি প্রশাসন। এর পেছনে অন্যতম কারণ শীর্ষ পর্যায়ের নীতি নির্ধারণ।

২৬ জানুয়ারি মুক্তিপ্রাপ্ত গিয়াস হাজারী ৯ আগস্ট ২০০০ দুর্ধর্ষ পুলিশি অভিযানের মাধ্যমে গ্রেপ্তার হলেও গত ২৭ নবেম্বর জামিনে মুক্তি পায় প্রথমবারের মতো। সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় ৫৪ ধারায়। ৮ হত্যা মামলায় ব্যবহৃত অত্যাধুনিক অস্ত্রসমূহের সরবরাহদাতা এবং হত্যা মামলার আসামি হাবিব খান, সাজ্জাদ খান, দেলোয়ার, ইমনের জুডো প্রশিক্ষক এবং ঘনিষ্ঠজন হিসেবে সন্দেহভাজন মোঃ গিয়াসউদ্দিন ইফতেখার ওরফে গিয়াস হাজারীকে রহস্যজনকভাবে চার্জশিটের বাইরে রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এইট মার্ডারের তদন্তকারী কর্থকর্তা গিয়াস হাজারীর পক্ষে বার বার রিমান্ডে না নিয়ে ছাড়িয়ে নেবার সুপারিশ করেন বলে জানা গেছে।

রিমান্ডে আনার পর সাংবাদিকদের গিয়াস হাজারী বলেন, 'এইট মার্ডার হত্যা মামলার

আসামিদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে তারা বড় ভাই হিসেবে আমাকে মানতো। এর জন্য যে শাস্তিই দেয়া হোক না কেন মাথা পেতে নেব। আমি প্রায়শ্চিত্য করতে চাই। শখের বশে অস্ত্র কিনে মাছের খামারের মাছগুলোই মারতাম। তবে আমার থেকে এরা অস্ত্র নিতেও পারে।'

গিয়াস হাজারীর অস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগ থাকার পরও চার্জশিটে তার নাম সচেতনভাবেই বাদ দেয়া হয়েছে এমন অভিযোগ রয়েছে। গিয়াস হাজারী গ্রেপ্তারের পরদিন ১০ আগস্ট ২০০০ রাত ১১টার দিকে তার দেয়া তথ্যানুসারে তাকে সঙ্গে নিয়ে সিআইডি চট্টগ্রাম এবং ডিবি চট্টগ্রামের ফোর্সসহ পুলিশ কর্মকর্তারা উদ্ধার করেন একটি একে-৪৭, একটি ম্যাগাজিন, ১৩ রাউন্ড তাজা গুলি।

গিয়াস হাজারীর বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা এবং অস্ত্র আইনে তিনটি মামলা ও দুটি জিডি রয়েছে। দু'মাস অতিবাহিত হওয়ার আগেই ডিটেনশন অর্ডারকে চ্যালেঞ্জ করে মুক্তি পেয়ে গেলেন অস্ত্র ও জননিরাপত্তা মামলার আসামি গিয়াস হাজারী। মুক্তি পেলে বিদেশে চলে যাবেন বলে জানিয়েছিলেন সাংবাদিকদের। শিবির ক্যাডার সাজ্জাদ খানও একই কথা বলেন।

গত এক বছরে দুর্ধর্ষ অভিযানের মাধ্যমে এইট মার্ডারের অন্যতম প্রধান আসামি শিবির ক্যাডার সাজ্জাদ খান, দেলোয়ার গ্রেপ্তার, এম-১৬ উদ্ধার, একে-৫৬ রাইফেল, সিজেড পিস্তল, ম্যাগাজিন, বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট উদ্ধার হয়। ছাত্রদল নেতা নিটোল হত্যার পরপরই এই মামলার প্রধান আসামি বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সংসদীয় উপদেষ্টা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে গ্রেপ্তারের মতো উল্লেখ-যোগ্য অভিযানে নেতৃত্বদানকারী কর্মকর্তাদের তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত এবং বুদ্ধিমত্তার কৃতিত্বস্বরূপ তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে পূর্ব প্রতিশ্রুত এক লাখ টাকা পুরস্কৃত করা হলেও বর্তমান চারদলীয় জোট সরকারের বিভিন্ন দলীয় এবং বিতর্কিত সিদ্ধান্তে শঙ্কিত, ক্ষুব্ধ এবং হতাশ এদের অনেকেই। প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেপ্তার এবং গ্রেপ্তারী তৎপরতায় স্লথ গতি সুবিধা করে দিয়েছে বৃহত্তর চট্টগ্রামের অপরাধী চক্রের সিন্ডিকেট-গুলোকে। উচ্চ পর্যায়ে তদবির এবং ছুটোছুটি নিশ্চিত করছে শীর্ষ সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার এড়ানো বা জামিনে মুক্তি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা বলেন, জোট সরকারের দলীয় সংগঠনের ক্যাডারদের গ্রেপ্তারে অভিযান করাটাই ভুল ছিল। প্রায় ৩০০ পুলিশ ফোর্স, এসএমজি, ৬টি একে-৪৭ নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত দুর্ধর্ষ অভিযান ছিল ২ অক্টোবর সন্ধ্যায় প্রায় ঘন্টাব্যাপী উভয়পক্ষে ২০০ রাউন্ড গুলি বিনিময়ের পর মোস্ট ওয়ান্টেড টপ টেরর শিবির ক্যাডার সাজ্জাদকে গ্রেপ্তার। সিএমপি'র জন্য এইট মার্ডার আসামিদের ধরার সফলতা বিশাল ব্যাপার হলেও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কর্মকর্তাদের হতাশা এবং অজানা আশঙ্কা প্রভাব ফেলছে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর।

১৭ জানুয়ারি আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সর্বশেষ সভায় চট্টগ্রামের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর প্রকাশ্য ক্ষোভ প্রমাণ করে চট্টগ্রামে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে প্রশাসনও উদ্বিগ্ন।

এই সভায় উপস্থিত চট্টগ্রাম চেম্বারের সভাপতি ফরিদ আহমেদ চৌধুরী বক্তব্যে বলেন, স্থানীয় সাংসদদের অনেকে মাস্তান পোষেন। তাদের প্রতিনিধি আইনশৃঙ্খলা কমিটিতে থাকলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে। তাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের নির্দেশে স্থানীয় সাংসদদের ৩জন প্রতিনিধি আইনশৃঙ্খলা কমিটিতে রাখার নির্দেশ পরিবর্তন করে ১জন রাখার প্রস্তাব আনেন ব্যবসায়ী নেতা ফরিদ আহমেদ চৌধুরী সঙ্গে সঙ্গেই এ বক্তব্যের বিরোধিতা করে সুনির্দিষ্ট নাম জানতে চেয়ে মিরসরাইয়ের সাংসদ এমএ জিন্নাহ বলেন, 'কারা মাস্তান পোষে নাম নির্দিষ্ট করে বলুন'।

বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মধ্যস্থতাকারী হয়ে বললেন, 'নিজের দোষ স্বীকার করে নিলেই কাজের সুবিধা হয়।' সভায় পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা কমিটির মিলিত কার্যক্রমের প্রস্তাব গৃহীত হয়। তবে পটিয়া থানার নির্বাহী কর্মকর্তা জাকির হোসেন কামালের প্রস্তাব ছিল সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে আইনশৃঙ্খলা কমিটি করা। উপস্থিত সদস্যদের ব্যাপক সমালোচনার কারণে বাণিজ্যমন্ত্রী এড়িয়ে যান এ প্রস্তাব।

চট্টগ্রাম থেকে **সুমি খান**

সিটিসেল অফিসে অগ্নিকান্ড

দেশের প্রথম মোবাইল ফোন অপারেটর সিটিসেলের মহাখালীর প্রধান কার্যালয়ে গত শুক্রবার এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। অগ্নিকাণ্ডে সুইচ বোর্ড, বেস সাইড সেন্টার, মাইক্রোওয়েভ সিস্টেম, পাওয়ার সিস্টেম ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়।

মহাখালী বাণিজ্য এলাকার প্যাসিফিক সেন্টারে ১৩ তলায় সিটিসেল সেল্যুলার ফোনের প্রধান দপ্তর। ঈদের আগের দিন সকাল বেলা ১২ তলায় হঠাৎ অগ্নিকাণ্ড শুরু হয়। আগুন দ্রুত সেখান হতে ১০, ৭ ও ৬ তলায় ছড়িয়ে পড়ে। ভবনের প্রতিটি ফ্লোরে রয়েছে অগ্নিনির্বাপণের নিজস্ব ব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থার সাহায্যে ভবনের উপস্থিত লোকজন আগুন আয়ত্তে আনার চেষ্টা চালায়। কিন্তু আগুনের তাপ আর কালো ধোঁয়ায় তাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ১১টি গাড়ি ও বিপুল সংখ্যক কর্মী অগ্নিনির্বাপণের চেষ্টা শুরু করে। কিন্তু ধোয়া ও গ্যাস সৃষ্টির কারণে আগুন নেভাতে তাদের বেগ পেতে হয়। একটানা ৫ ঘন্টা চেষ্টা চালিয়ে বেলা সাড়ে ১২টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যগণ আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। অগ্নিকাণ্ডে দশ তলায় ঢাকার ও সাত তলায় সিলেটের দুটো সুইচ রুম সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। এছাড়াও ১২ তলার প্যাসিফিক গ্রুপের রক্ষিত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। অগ্নিকাণ্ডের ফলে সিটিসেলের সম্পূর্ণ নেটওয়ার্কে সাময়িক বিপর্যয় ঘটে। বন্ধ হয়ে যায় ৮০ হাজার গ্রাহকের যোগাযোগ ব্যবস্থা। গ্রাহকরা ছত্রিশ ঘন্টার জন্য যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আগুন আয়ত্তে আসার পর সিটিসেল কর্তৃপক্ষ গ্রাহক সংযোগ স্থাপনে একযোগে কাজ শুরু করে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন বোর্ড, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ফায়ার ব্রিগেড কর্তৃপক্ষ, গ্রামীণ ফোন, ভেনডারস্, পার্টনারস্, ব্যাংক ও ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় মাত্র ৩৬ ঘন্টার মধ্যে সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক স্বাভাবিক ও সচল হয়ে ওঠে।